R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২২শে জুলাই, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ডাক্তার নেই ওষুধ সরবরাহ অপ্রতুল, আধুনিক সরঞ্জামেও হাসপাতালের হাল ফেরেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিস থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে একটি এ্যামবুলেন্স সম্প্রতি পাঠানো হয়েছে। প্রতি কিলোমিটার ১·০০ টাকা হিসাবে ১০০ থেকে ১১০ টাকায় রোগীদের বহরমপুর পাঠানো হচ্ছে। ইউনিসেফ থেকে এখানে ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য ১০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর, ব্লাড সুরক্ষার জন্য ২টি অটোমেটিক ফ্রিজ এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক চত্বরের ১০০০ স্কোয়ার ফুট এলাকা ঠাণ্ডা রাখার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এয়ার কণ্ডিশন মেসিন এখানে কিছুদিন আগে আসে। এছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে থাকা ই সি জি মেসিনটিও চালু করা হয়েছে। এক সাক্ষাতকারে হাসপাতাল সুপার ডাঃ মাইনুল হক জানান এখানে দীর্ঘদিন ধরে অনেক ডাক্তার নেই। অর্থোপেডিক্স, ই এন টি, রেডিও-লজিষ্ট, স্কিন, সাইকেয়াট্রিষ্ট ডাক্তারের অভাব চলেই আসছে। সম্প্রতি ডেন্টাল সার্জেন চলে গেলেও নতুন করে ঐ জায়গায় কেউ আসেননি। এই প্রসঙ্গে ডাঃ হক বলেন— সি এম ও এইচ আক্ষেপ করে জানান—জেলায় প্রায় ৫০টি ডাক্তারের পোষ্ট খালি পড়ে আছে। এর ফলে অনেক হেলথ্ সেন্টার বন্ধ। সুপার বলেন—বর্তমানে রোগীর তুলনায় ওষুধ সরবরাহ কম। সব থেকে সমস্যা কুকুরে কামড়ানো ইনজেকসন নিয়ে। ৫০ জন রোগীর লিষ্টে ২/৩ জনের বেশী ওষুধ আসছে না। ডিষ্ট্রীক্ট রিজার্ভ ষ্টকেও সরবরাহ কম। এই সব ধরনের ওষুধের জন্য হাসপাতাল থেকে সপ্তাহে ২/৩ দিন জেলায় লোক পাঠিয়ে অসুবিধা ঠেকা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালের ঢিলেঢালা (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভর্তি সমস্যা নিয়ে গার্লসে সঙ্কট, ছাত্রীদের নাকাল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এ বছর আবার রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে স্কুল প্রায় অচল হতে বসেছে। দফায় দফায় ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটে দিনের পর দিন নাকাল হচ্ছে ছাত্রীরা। সমস্যা সমাধানে স্কুল পরিচালন সমিতি, কাউন্সিল বা ছাত্রসংগঠন—কেউ এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। গত ১১ ও ১৬ জুলাই মহকুমা শাসকের কামরায় গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা, স্কুলের ষ্টাফ কাউন্সিলের সদস্যারা, ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ও শহরের অন্য দুটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের উপস্থিতিতে যে বৈঠক হয় তাতেও সমস্যার জট খোলেনি। এদিকে পঞ্চম শ্রেণীতে সমস্ত ছাত্রী ভর্তির দাবীতে স্থানীয় ছাত্র পরিষদ নেতা বিকাশ নন্দ ও সুদীপ রায়ের নেতৃত্বে গত ১৭ জুলাই স্কুলে বনধ্ হয়। পরদিন ১৮ জুলাই প্রধান শিক্ষিকা মানসী মুখার্জীকে অবরোধের কর্মসূচী থাকলেও একজন শিক্ষিকা ছাড়া সমস্ত শিক্ষিকা মানসীদেবীর সমর্থনে ক্লাস বয়কট করেন। পর পর দু'দিন ছাত্রীরা বাড়ী ফিরে আসে। ছাত্র সংগঠনগুলির দাবী গত বছর স্কুলে যতজন ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল, এবারও সমসংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। এ পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ১৫০ জন। গত বছর ভর্তি হয়েছিল ২৫৯ জন। এ বছর পঞ্চম শ্রেণীতে অকৃতকার্যর সংখ্যা ১৫৪। ছাত্র সংগঠনের দাবী অযৌক্তিক জেনেও ষ্টাফ কাউন্সিল কিছু ছাত্রী ভর্তি করে নিতে রাজী হয় দুটি শর্তে। প্রথমতঃ যে সব ছাত্রী দুটি বিষয়েই শূন্য পেয়েছে তাদেরকে নেওয়া হবে না। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজে নতুন অধ্যক্ষ এবার থাকতে পারবেন তো ?

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১৯৫০ সালে স্থাপিত জঙ্গিপুর কলেজ এক সময় ছিল মহকুমার গর্ব। বর্তমানে একাদশ, দ্বাদশ, বি-এ, বি-এসসি, বি-কম শাখা নিয়ে প্রায় ১৬০০ ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করেন। অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ১৯৮২ সালে এখান থেকে চলে যাবার পর দীর্ঘ ১৬ বছর অধ্যক্ষ ছাড়াই কলেজ চলছে। মাঝে ঐ কলেজের অভিজ্ঞ অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকার অধ্যক্ষ পদের জন্য বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ম্যানেজিং কমিটি তাঁর আবেদন না মঞ্জুর করেন। এই প্রসঙ্গে জানা যায় গত দু'বছর আগে কলেজ সার্ভিস কমিশন এখানে এক মুসলিম অধ্যাপককে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য পাঠান। কিন্তু অভিযোগ একটি চক্র নাকি তাঁকে প্রাণহানির ভয় দেখিয়ে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে কলেজ সার্ভিস কমিশন বাংলার অধ্যাপক (৩য় পৃষ্ঠায়)

বধূ হত্যার অভিযোগে স্বামী ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় বাবুবাজার এলাকার জয়দেব দাসের স্ত্রী সুধারাণী দাস গত ২২ জুন অগ্নি-দগ্ধ হন। তাঁকে অশঙ্কাজনকভাবে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ১৫ জুলাই সুধা মারা যান। খবর, সুধা রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নতুনগঞ্জ গ্রামের রাধানাথ দাসের মেয়ে। গত তিন বছর আগে বাবুবাজারের সুধীর দাসের ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই পণের টাকা পয়সা নিয়ে সুধার উপর অত্যাচার শুরু হয়। বধূ হত্যার অভিযোগে পুলিশ সুধার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ মহিলা বিল ॥

কিছুদিন হইতে সংসদ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয় লইয়া এখন তুলকালাম চলিতেছে। মহিলাদের জন্য নির্বাচিত সংস্থায় ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে রাজীব গান্ধী করিয়াছিলেন। যেহেতু তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস দল সরকারে ছিল, তাই প্রস্তাবটি ছিল কংগ্রেস দলের। রাজীব গান্ধীর অকালমৃত্যুতে তাঁহার স্বপ্ন পূর্ণ হয় নাই। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রে সরকার বদল হইল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া মহিলাবিলকে অপরিবর্তিত রাখিয়া সংসদে উপস্থাপিত করিবার সময় পান নাই। আই কে গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তাহা চাপা পড়িয়াছিল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সংসদে এই বিল পেশ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার কোনও পরিবর্তন তিনি করেন নাই।

কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া সংসদে যে কাণ্ডকারখানা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা নজিরবিহীন। লোকসভার ভিতরে হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়া, মারপিট করিয়া, আইনমন্ত্রীর হাত হইতে কাগজপত্র কাড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া সভার কাজ চলিতে দেওয়া হয় নাই। বারংবার সভার অধিবেশন মুলতবি রাখিয়াও তাহা পুনরায় চালু করা সম্ভব হয় নাই।

যাঁহারা গোলমাল বাধাইয়াছেন, তাঁহাদের দাবী এই যে, ওবিসি এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ করা আবশ্যিক। তদ্ভিন্ন এই বিল সংসদে পেশ করিতে দেওয়া হইবে না। লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ একমত না হইলে বিল উত্থাপন করা যায় না। বিল উত্থাপিত হওয়ার পর আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া যাইত। কিন্তু বিল পেশ করার সুযোগই বর্তমান সরকার পাইতেছেন না।

যদিচ রাজীব গান্ধী মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম পৃথক কোটার কথা বলেন নাই, বর্তমান সরকার তাহা একই রকমভাবে পেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে সোনিয়া গান্ধী কোন সংশোধন ছাড়াই বিলটি পাশ করানর পক্ষে ছিলেন, তবু এই হৈ-হাঙ্গামার সুবাদে এখন মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

লালুপ্রসাদ যাদব এবং মুলায়ম সিং যাদব ওবিসি এবং মুসলিম মহিলাদের আসন সংরক্ষিত করিতে হইবে এই সংশোধনী দাবী পূরণ হইলে তবে তাই সংসদে পেশ করা যাইবে এবং আলোচিত হইবে—এইরূপে সোচ্চার হইয়াছেন। বামমোর্চা ও কংগ্রেস দল তাহাদের পূর্বঘোষিত নীতি হইতে সরিয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাধান্য পাইতে পারে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। সংসদে দাঙ্গা-মারপিট বাধাইয়া যদি এই কাণ্ড হয়, তবে সংসদের বাহিরে দাঙ্গা বাধিতে সময় লাগিবে কি? অতঃপর নানা ইস্যুতে সংসদে দাঙ্গার প্রতিফলন সংসদের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আবার কোন দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিতেছে কিনা, কে জানে?

অথচ সংবাদে প্রকাশ যে দিল্লি, কানপুর, ভোপাল ও লক্ষ্ণৌ এর বিভিন্ন মুসলিম মহিলা সংগঠন মিলিতভাবে সাংবাদিক বৈঠকে নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উপরিলিখিত কোটা রাখাতে তাঁহাদের সমর্থন নাই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী মানিতে পারেন নাই।

মহিলা বিল এখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

স্কুল বন্ধের খেলা

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

প্রতি বৎসর প্রাথমিক স্তরের পাঠ শেষে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। বহু ছাত্রছাত্রী স্থানাভাবে ভর্তি হ'তে পারে না, লেখাপড়া ওখানেই শেষ। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হবার পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তিরও একটা বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী অনেকেই উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে চায়, কিন্তু পোড়াদেশে ইচ্ছা থাকলেই তা হয় না। স্কুল কলেজে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা, অতএব ছাত্র ভর্তি একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণতঃ যারা খুব ভাল 'রেজাল্ট' করে তাদের অভিভাবকগণ নামীদামী স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করবার চেষ্টা করে থাকেন। মেধা তালিকা বা পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সব স্কুল কলেজে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। বাকীরা তখন অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলে ভর্তি হবার চেষ্টা করে, ফলে মাঝারি 'রেজাল্ট' করা ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার মুখে এসে দাঁড়ায়, আরও নীচের দিকের 'রেজাল্ট' করা ছাত্রছাত্রীদের তখন উচ্চতর শিক্ষালাভের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়েই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলি এগিয়ে আসে 'সবাইকে ভর্তি করতে হবে' দাবী নিয়ে। শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অচল করে দেওয়া হয়। এমনিতেই অনেকে বলেন স্কুল কলেজে ঠিকমত ক্লাস হয় না, পড়ান হয় না ইত্যাদি। আর ভর্তির নামে এই বিশৃঙ্খলার ডামাডোলে যেটুকু ক্লাস হ'ত তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবছরই এভাবে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়, কিছু ভর্তি হ'তে পারে না। আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। আবার এক বৎসরের জন্য আন্দোলন মুলতুবি থাকে। সমস্যার জট কিন্তু খোলে না।

অথচ ভর্তি সমস্যার মূলে গিয়ে কেউ তা দূর করার চেষ্টা করে না, কি রাজনৈতিক দল কি ছাত্র সংগঠনগুলি! সমস্ত ছাত্রকে ভর্তি করতে হ'লে বিদ্যালয়গুলিতে আরও ঘর করতে হবে, প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে, কিছু নতুন বিদ্যালয় তৈরী করতে হবে। কিন্তু এসব কে করবে? কেই বা এসব করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে? দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার প্রবণতা বেড়েছে অথচ সেই মান্ধাতা আমলের ব্যবস্থাপনাই চলে আসছে, বরং শিক্ষার জগতকে আরও অন্ধকার করে তুলবার চেষ্টা চলছে। প্রতি আশীজনে একজন শিক্ষক থাকবে! কি অপূর্ব ব্যবস্থা, বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ নয়, আশীজনে একজন শিক্ষক! আশীজন ছাত্র একটা ঘরে বসতে পারে এমন ঘর বিদ্যালয়গুলিতে আছে তো! এই যে নতুন আদেশ—কোন্ রাজনৈতিক দল তার বিরোধিতা করছে? কোন্ ছাত্র সংগঠন আন্দোলন করছে এভাবে 'শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করে দেওয়া চলবে না' বলে? না কেউ করে না, করবে না। শুধু বৎসরান্তে একবার নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে তুলে ধরবার জন্য, রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার জন্য এ এক অপচেষ্টা মাত্র, এ যেন বৎসরান্তের এক উৎসব। যেটুকু লেখাপড়া হয়—দাও তাকে বন্ধ করে! হায়! এর থেকে মুক্তি কোথায়! স্থায়ী সমাধান কোন্ পথে—এ নিয়ে ভাববে কে

বোমার আঘাতে নিহত ২, আহত ২

ফরাক্কা: গত ১২ জুলাই রাতে জিগরি গ্রামে এক তর্কাতর্কিতে খুড়তুতো ভাইদের বোমার আঘাতে আজাদ সেখ (৪৫) ও তোফাজুল সেখ (৪৩) ঘটনাস্থলে মারা যান এবং নওসাদ সেখ ও দিলওয়াব সেখ আহত হন। আসামী আবদুল হাদি, মফিজুদ্দিন ও তার ছেলে উধাও। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পতাকা বিড়িতে বদলীর শর্তে ছাঁটাই কর্মী পুনর্নিয়োগ, বরখাস্ত সম্পাদক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মনীশকুমার রায়ের চেম্বারে তাঁর মধ্যস্থতায় অরঙ্গাবাদের পতাকা বিড়ি কর্তৃপক্ষ এবং সিটু ইউনিয়নের মধ্যে গত ১০ জুলাই এক বৈঠকে ছাঁটাই হওয়া নাজমুল হোদা, আবদুল গফুর এবং জিয়াউল হককে কাজে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক পত্রিকাকে জানিয়েছেন, এই তিন কর্মী প্রথমে অরঙ্গাবাদে কাজে যোগ দিলেও সাতদিন পর তাঁরা জয়পুর, দিল্লী এবং রায়পুরে কাজে যোগ দেবেন। এর জন্য কোম্পানী তাঁদের যাতায়াতের খরচ দেবেন। তবে বৈঠকে এই তিন কর্মীর ছাঁটাই থাকাকালীন বেতন এবং বাকী তিনজনকে পুনর্নিয়োগের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। অপরদিকে পতাকা বিড়ির পক্ষে রেজাউল করিম বলেন ইউনিয়ন নেতারা দেরীতে হলেও কর্তৃপক্ষের পুরোনো বদলীর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। এই তিন কর্মীকে ৭০০ টাকা করে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। ১৯ জুলাই-এর মধ্যে তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে কাজে যোগ দেবেন। তাঁদের কোম্পানীতে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ নেই এ দাবী করে করিম সাহেব বলেন— কোম্পানীতে ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের পুনর্বহালের দাবীতে একদিনের ধর্মঘট দূরের কথা পাঁচ মিনিটের কর্মবিরতিও হয়নি। শ্রমিক ইউনিয়নের স্থানীয় এবং জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে রেজাউল সাহেব বলেন কোম্পানীর একশ্রেণীর অবাধ্য কর্মীরা সংস্থায় অশান্তি জিইয়ে রাখতে চাইছে। এ ধরনের একজন কর্মী মিরাজ সেখকে ২৭ জুন ছাঁটাই করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মিরাজ সেখ সিটু ইউনিয়নের পতাকা বিড়ি ইউনিটের সম্পাদক। সিটুর জেলা নেতৃত্বের পক্ষে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন এ নিয়ে আন্দোলনে নামবে সিটু। এদিকে গত ২০ জুন অরঙ্গাবাদের নেতাজী মোড়ে এক পথসভায় সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দেব ইসলাম ধর্ম নিয়ে এক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মসজিদগুলির পক্ষ থেকে এক খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে।

হাসপাতালের হাল ফেরেনি (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু জিডিএ তাদের ডিউটিতে অল্প পয়সায় বাইরের লোক লাগিয়ে নিজেরা বেশী পয়সার ধান্ধায় বাইরে চলে যাচ্ছে। মাসের শেষে এসে মাইনা তুলছে। অন্য এক সূত্র থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানতে পারেন—অক্সিজেন বয়েলস্ এ্যাপারেটস-এর জন্য ইনফেকসনের ভয় দেখিয়ে মাঝে বেশ কিছুদিন ডাক্তাররা এখানে অপারেশন করছিলেন না। রোগীদের নার্সিং হোমে যেতে বাধ্য করা হচ্ছিল। অনেক রোগীকে বহরমপুর পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই অবস্থা দুর করতে বহরমপুর প্রোজেক্ট অফিস থেকে বয়েলস্ এ্যাপারেটরস দিতে চাইলেও এখানকার ডাক্তারদের অসহযোগিতায় তা আনা হয়নি। এর সঙ্গে এ্যানাসথেসিষ্ট ডাঃ সোমা খান ও ডাঃ প্রবীর সাহা অপারেশনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেন। যেহেতু তাঁরা এখানে জিডিএম হিসাবে জয়েন করেছেন সেহেতু এ্যানাসথেসিষ্ট-এর কাজ তাঁরা করবেন না। অথচ হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে নার্সিং হোমে অপারেশন বা অজ্ঞান করে পয়সা রোজগার ডাক্তারদের নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই ডাক্তারদের নগ্ন অসহযোগিতায় যতই আধুনিক উপকরণ দিয়ে হাসপাপাতাল সমৃদ্ধ করা হোক রোগীদের হাল ফেরেনি।

এবার থাকতে পারবেন তো ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাসুদেব চক্রবর্তীর জায়গায় সাখাওয়াত হোসেন নামে একজনকে পাঠান। সেখানেও নাকি তাঁকে একদিনের সই করিয়ে 'Wrongly Posted' দেখিয়ে কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সম্প্রতি কলেজ সার্ভিস কমিশন জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য আবু এল বোখেলার মণ্ডল নামে একজনকে পাঠিয়েছেন। এবারও কি কোন অজুহাতে তাঁর নিয়োগ বানচাল হয়ে যাবে ? এ প্রশ্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সত্যিই লজ্জাজনক। জঙ্গিপুর কলেজে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে একজন স্থায়ী অধ্যাপকের বিশেষ প্রয়োজন।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

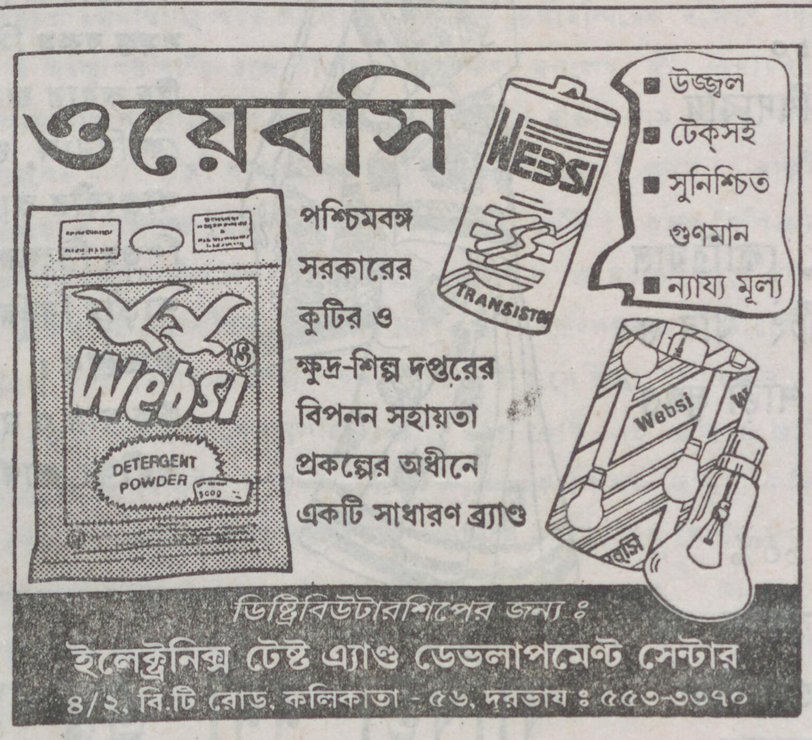

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

জালিয়াতি করে টাকা তুলতে গিয়ে ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ জুলাই স্থানীয় বড় ডাকঘরে মামণি মণ্ডলের টাকা ছদ্মবেশে তুলতে গিয়ে ধরা পড়ল সুমিত্রা মণ্ডল। স্থানীয় সদরঘাট নিবাসী মামনির বাবা ও মা দুজনেই মৃত। মা পাতানী মণ্ডল গত ৯৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড় ডাকঘর থেকে একটি ৫০০০ টাকার কিষাণ বিকাশ পত্র কেনেন (নং বি বি ২৭৮২৬৪)। পাতানী গত দু,বছর পূর্বে মারা যান। বর্তমানে মামণির মামা সুবর্ণ মণ্ডল ঐ সার্টিফিকেট নিয়ে তার মেয়ে সুমিত্রাকে মামণি পরিচয় দিয়ে এজেন্টদের মাধ্যমে ভাঙ্গাতে গিয়ে ধরা পড়ে। পাতানির একমাত্র উত্তরাধিকারী মামণি পোষ্টমাষ্টারের কাছে এক অভিযোগ পত্র জমা দেয় ও স্থানীয় থানায় অভিযোগ করে। খবরে প্রকাশ পাতানী মণ্ডলের সদরঘাটে একটি বাড়ী আছে। সেখানেও কোন জালিয়াতি হবে কিনা— এই আশংকা মামণির।

পরিবার কল্যাণ দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১০ জুলাই জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে জাতীয় পরিবার কল্যাণ দিবস উপলক্ষে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে স্থানীয় শ্রীমা শিল্পনিকেতন সংস্থা। হাসপাতালের বহির্বিভাগে ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে চিকিৎসাধীন মায়েদের পরিবার পরিকল্পনার লাভজনক দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন সংস্থার পরিচালক বিজয় মুখার্জী, ডাঃ দীপক দাস ও সমীর মণ্ডল।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিংচার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মন্ডিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গার্লসে ভর্তির সমস্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়তঃ পঞ্চম শ্রেণীতে দুটির জায়গায় তিনটি সেকশন চালু করতে হবে এবং প্রতিদিন ঐ শ্রেণীতে চারটি করে পিরিয়ড চলবে। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণী বাদে অন্যান্য শ্রেণীগুলিতেও প্রয়োজনে পিরিয়ড কমানো হতে পারে। ক্লাস কমানোর তীব্র বিরোধীতা করেন পরিচালন সমিতির সম্পাদক হরিলাল দাস। তাঁর প্রস্তাব ছিল পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে আবেদনকারীদের পরীক্ষার যোগ্যতা নির্ণায়ক নম্বর কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হোক এবং পঞ্চম শ্রেণীতে অকৃতকার্য ১৫৪ জন ছাত্রীকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হোক। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিল বেঁকে বসে। অন্যদিকে গত ২০ জুলাই ও ২২ জুলাই রাত্রি ১১টা পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে এস এফ আই পঞ্চম শ্রেণীতে আরও ৪০ জন ছাত্র ভর্তির দাবীতে প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদককে ঘেরাও করে। প্রধান শিক্ষক জানান, এ পর্যন্ত আমাদের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ৩০৪ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। গত বছরের অকৃতকার্য ছাত্র আছে ৭৩ জন। এমতাবস্থায় স্কুলের ষ্টাফ কাউন্সিলের সদস্যরা বাড়তি আর একজনও ছাত্র ভর্তি করতে নারাজ। অবশেষে ঐদিন রাতে মহকুমা শাসকের মধ্যস্থতায় ঘেরাও উঠে যায়। ২২ জুলাই গার্লস স্কুলের পরিচালন কমিটি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে প্রধান শিক্ষিকার বিভিন্ন বিষয়ে অসহযোগিতার কথা তুলে ধরেন। জানা যায় মানসীদেবী স্কুলে এখনও রুটিন তৈরী করতে পারেননি। এ বছর পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির তালিকা কবে প্রকাশ পাবে এ ব্যাপারেও ম্যানেজিং কমিটিকে কিছুই জানাননি। তবে ভর্তি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ষ্টাফ কাউন্সিল সম্পাদকের উপর সমস্যা সমাধানের ভার তুলে দিয়েছে। পরিচালন কমিটির পক্ষে জানা যায়, পঞ্চম শ্রেণীতে তিনটি সেকসন চালু করা ও প্রতিদিন চারটি করে পিরিয়ডের দাবী মানা হলেও, উঁচু ক্লাসে পিরিয়ড কমানোর দাবী কোনমতেই মানা যাবে না। এ ব্যাপারে পরিচালন কমিটি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গেও ছাত্রী তালিকা নিয়ে ঐদিন আলোচনায় বসেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯